তামাক কর

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

১৩ জুন ২০২১

আয়োজক:

ATMA আত্মা

প্রগতির জন্য জ্ঞান
PROGGA *Knowledge for Progress*

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

কোভিড-১৯ মহামারিতে বাংলাদেশের প্রায় ৪ কোটি তামাক ব্যবহারকারী মারাত্মকভাবে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যে তামাককে করোনা সংক্রমণ সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার তাগিদ দিয়েছে। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স-আত্মা'র পক্ষ থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যে যুগোপযোগী এবং কার্যকর করারোপের লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমের সাহায্যে সরকারের কাছে তুলে ধরেছিল। যার মূল লক্ষ্য ছিল তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার পাশাপাশি এখাতে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং একইসাথে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম করা। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে আমাদের দাবি উপেক্ষা করায় তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী ধূমপানে উৎসাহিত হবে, জনস্বাস্থ্য চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সরকার বাড়তি রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে এবং তামাক কোম্পানি আরো লাভবান হবে।

একনজরে বাজেট প্রতিক্রিয়া

প্রস্তাবিত বাজেটের সম্ভাব্য প্রভাব		চূড়ান্ত বাজেটে সংশোধনীর প্রস্তাব
নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের দাম অপরিবর্তিত রাখায় সিগারেটের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পাবে এবং তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী ধূমপানে উৎসাহিত হবে। উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে নামমাত্র মূল্যবৃদ্ধি করায় এবং সম্পূরক শুল্ক সুনির্দিষ্ট কর আকারে ধার্য না করায় লাভবান হবে তামাক কোম্পানিগুলো।		সকল সিগারেট ব্রান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক আরোপ করা।
সরকার ৩ হাজার ৪শ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে। দীর্ঘমেয়াদে প্রায় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার বর্তমান ধূমপায়ী এবং ৪ লক্ষ তরুণের অকাল মৃত্যু রোধ করা যেত কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে না।		প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের নিম্ন স্তরে খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; মধ্যম স্তরে খুচরা মূল্য ৭০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; উচ্চ স্তরের খুচরা মূল্য ১১০ টাকা নির্ধারণ করে ৭১.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক করা এবং প্রিমিয়াম স্তরে খুচরা মূল্য ১৪০ টাকা নির্ধারণ করে ৯১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল সস্তা হবে এবং ব্যবহার বাড়বে। বিশেষ করে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহার বাড়বে। তরুণদের মধ্যে ধূমপান শুরুর প্রবণতা বাড়বে।		সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যের দাম মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি করা।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা কী পেলাম?

এক কথায়- প্রস্তাবিত বাজেট তামাকবিরোধীদের হতাশ করেছে। নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের দাম অপরিবর্তিত রেখে উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেটের দাম নামমাত্র বাড়ানো হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট পাস হলে সব ধরনের সিগারেটের প্রকৃতমূল্য হ্রাস পাবে এবং ব্যবহার বাড়বে। অন্যদিকে, সম্পূরক শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখায় (সারণি ১) লাভবান হবে সিগারেট কোম্পানি। নিম্ন ও মধ্যম স্তরে সিগারেটের দাম অপরিবর্তিত রাখায় ভোক্তার কমদামি সিগারেট বেছে নেয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকবে। বহুল ব্যবহৃত জর্দা ও গুলের মূল্য বৃদ্ধি না করায় দরিদ্র মানুষের মধ্যে এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং অতিরিক্ত স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হবে। অন্যদিকে টানা ৫ম বছরের মত বিড়ির সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখায় বিড়ি ব্যবসা লাভজনক হবে। তামাকবিরোধীদের পক্ষ থেকে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক আরোপের দাবি জানানো হলেও প্রস্তাবিত বাজেটে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি (সারণি ১ দেখুন)। অর্থাৎ কর-কাঠামোয় বিন্দুমাত্র সংস্কার প্রস্তাব করা হয়নি। আপনারা জানেন, সিগারেটে বিদ্যমান বহুস্তরবিশিষ্ট এডভ্যালোরেম পদ্ধতি কর আহরণে অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি করে এবং কর ফাঁকির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতিতে কর আহরণ সহজ এবং তামাক কোম্পানির অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ বন্ধ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাজেটে তামাকবিরোধীদের দাবি অনুযায়ী তামাক কর ও মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাসের পাশাপাশি শুধু সিগারেট খাত থেকেই সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় অর্জন করা সম্ভব হতো, যা সরকার করোনাভাইরাস মহামারি সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যয় এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যয় করতে পারতো।

সারণি ১: সিগারেটের মূল্যস্তর, সম্পূরক শুল্ক ও করভার*

মূল্যস্তর	১০ শলাকা সিগারেটের মূল্য (টাকা)			সম্পূরক শুল্ক (%)	
	২০২০-২১	২০২১-২২ (প্রস্তাবিত বাজেট)	আগের বছরের তুলনায় মূল্য বৃদ্ধি	২০২০-২১	২০২১-২২ (প্রস্তাবিত বাজেট)
নিম্ন	৩৯+	৩৯+	০.০০%	৫৭	৫৭
মধ্যম	৬৩+	৬৩+	০.০০%	৬৫	৬৫
উচ্চ	৯৭+	১০২+	৫.২%	৬৫	৬৫
প্রিমিয়াম	১২৮+	১৩৫+	৫.৫%	৬৫	৬৫

* করভার = সম্পূরক কর + ১৫% মূল্য সংযোজন কর (মূসক) +১% সারচার্জ।

প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেট বাজারের প্রায় ৭২ শতাংশ দখলে থাকা নিম্নস্তরের সিগারেটের (চিত্র ১) দাম দশ শলাকা ৩৯ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অথচ বিগত বছরের তুলনায় জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৯ শতাংশ। ফলে এই স্তরে সিগারেটের প্রকৃতমূল্য হ্রাস পাবে এবং তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী ধূমপানে উৎসাহিত হবে এবং একইসঙ্গে দাম ও করহার অপরিবর্তিত রাখায় সরকার বাড়তি রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ সিগারেট রাজস্বের সিংহভাগ আসে এই নিম্ন মূল্য স্তর থেকে। প্রস্তাবিত বাজেটে মধ্যম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম ৬৩ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে দশ শলাকা সিগারেটের দাম যথাক্রমে ৫ টাকা এবং ৭ টাকা বৃদ্ধি করে ১০২ টাকা এবং ১৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নামমাত্র মূল্যবৃদ্ধি (৫%) (সারণি ১) জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির (৯%) তুলনায় অনেক কম ফলে সিগারেট সস্তা হয়ে যাবে এবং এসব সিগারেটের ব্যবহার বাড়বে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

চিত্র ১: সিগারেটের মূল্য স্তরভিত্তিক মার্কেট শেয়ার, ২০১৭-১৮ সাল

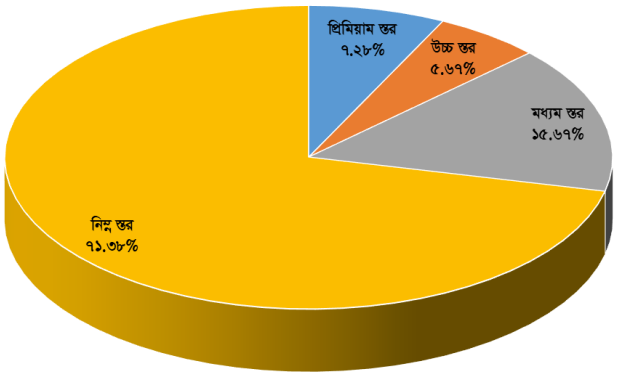

বাংলাদেশে প্রায় ধারাবাহিকভাবে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে (চিত্র ২)। সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে কেবল মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে সিগারেটের দাম বাড়ানো হলে বর্ধিত মূল্যের একটি বড় অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যায়, যা সরকারি কোষাগারে যেতে পারে। প্রস্তাবিত বাজেটে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি না করায় সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে এবং তামাক কোম্পানিগুলোর আয় বৃদ্ধি পাবে ফলে তারা মৃত্যুবিপণনে আরো উৎসাহিত হবে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

চিত্র ২: মূল্যস্তরভেদে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক

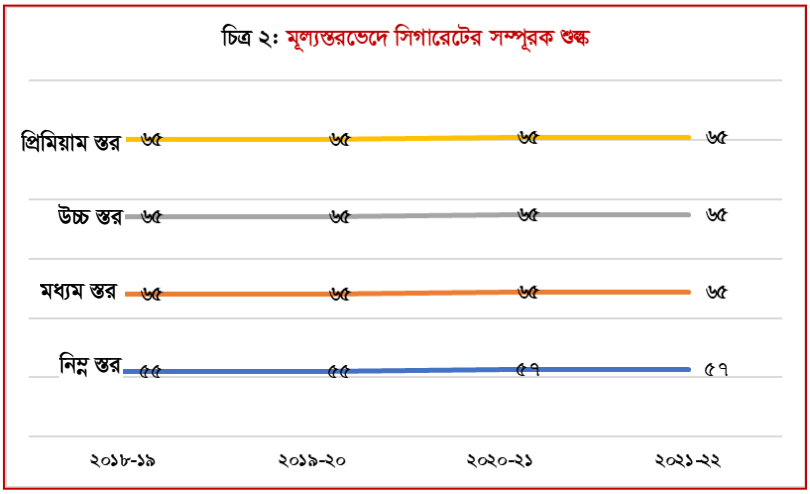

তামাকবিরোধীদের পক্ষ থেকে মধ্যমেয়াদে (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬) সিগারেটের ব্রান্ডসমূহের মধ্যে দাম ও করহারের ব্যবধান কমিয়ে মূল্যস্তরের সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বাজেটে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হলেও প্রস্তাবিত বাজেটে তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। এই চারটি মূল্যস্তরে কর-হার এবং ভিত্তিমূল্যতে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নস্তর ও অতিউচ্চ (প্রিমিয়াম) স্তরের মধ্যে এই পার্থক্য অনেক বেশি। বিভিন্ন দামে সিগারেট ক্রয়ের সুযোগ অব্যাহত থাকায় সিগারেট ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করে না। কারণ, একটি মূল্যস্তরে সিগারেটের দাম বাড়লে অথবা ভোক্তার জীবনমানে কোন পরিবর্তন ঘটলে ভোক্তা তার সিগারেটের পছন্দ (choice) সুবিধামতো স্তরে স্থানান্তর (switch) করার সুযোগ পায়। সর্বশেষ প্রকাশিত গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ এর ফলাফলেও দেখা গেছে, সার্বিকভাবে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পেলেও সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০৯ সালের তুলনায় প্রায় ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১ কোটি ৫০ লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, একাধিক স্তরপ্রথার সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলোও উচ্চস্তরের সিগারেট

নিম্নস্তরে ঘোষণা দিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায়। বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে এই কৌশল অবলম্বন করে ১ হাজার ৯শ ২৪ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

প্রস্তাবিত বাজেটে বিড়ির মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এটি খুবই হতাশাজনক। মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি বিবেচনায় নিলে বিড়ির প্রকৃত মূল্য হ্রাস পাবে এবং এর প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষ বিড়ি ব্যবহারে উৎসাহিত হবে। অন্যদিকে, টানা পঞ্চম বছরের মত বিড়ির সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে (চিত্র ৩), যা নি:সন্দেহে জনস্বাস্থ্যবিরোধী। করোনা মহামারির মধ্যেই বিগত কয়েক মাস ধরে বিড়ি শ্রমিকদের ব্যবহার করে কারখানার মালিকপক্ষ যে অযৌক্তিক আন্দোলন চালিয়েছে তার ফল স্বরূপ বাজেট ঘোষণায় তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বিড়ির কর ও দাম না বাড়ানোর জন্য দরিদ্র বিড়ি শ্রমিকদের সংখ্যা নিয়ে যে কাল্পনিক তথ্য কারখানা মালিকরা দিয়ে থাকেন, খোদ এনবিআর এর গবেষণাতেই তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে (The Revenue and Employment Outcome of Biri Taxation in Bangladesh, Dhaka: 2019) বলা হয়েছে বাংলাদেশে বিড়ি শিল্পে কর্মরত নিয়মিত, অনিয়মিত এবং চুক্তিভিত্তিক মিলিয়ে পূর্ণসময় কাজ করার সমতুল্য শ্রমিক সংখ্যা মাত্র ৪৬ হাজার ৯১৬ জন। এই গবেষণায় সকল তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট শুল্ক আরোপের সুপারিশও করা হয়েছে।

চিত্র ৩: বিড়ির মূল্য ও সম্পূরক শুল্কহার

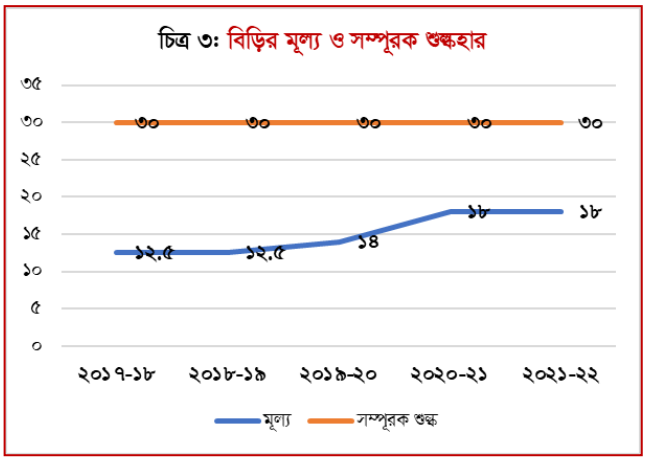

প্রস্তাবিত বাজেটে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য জর্দা এবং গুলের মূল্য ও কর আগের মতই রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ বৃদ্ধি হয়নি। এ দু'টি তামাকজাত পণ্যের উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কের হার ৫৫ শতাংশ। দেশে অর্ধেকেরও বেশি তামাক ব্যবহারকারী ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা ও গুল) সেবন করেন অর্থাৎ বাংলাদেশের ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ তামাক ব্যবহারকারীর মধ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষই ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী। আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ নারীদের মাঝে এই পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে জর্দা-গুল ব্যবহারের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করার কোনো উদ্যোগ প্রস্তাবিত বাজেটে নেই, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসব পণ্যের রাজস্ব আদায় খুবই দুর্বল। মোট তামাক রাজস্বের মাত্র ০.২ শতাংশ (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। দেশে রেজিস্ট্রেশনবিহীন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জর্দা ও গুল কারখানা থাকায় ঐসব কারখানা থেকে কর সংগ্রহ করা কঠিন। সুতরাং জর্দা ও গুলের উপর প্রযোজ্য কর আহরণের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হলে কর আদায়ের জটিলতা হ্রাস এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫ শতাংশ হারে সারচার্জ এবং সকল তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানির আয়কর ৪৫ শতাংশ বহাল রাখা হয়েছে। এ ধরনের প্রস্তাব পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে তেমন ভূমিকা রাখবেনা, তবুও এই উদ্যোগগুলো মন্দের ভালো।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

নিম্ন স্তরের সিগারেট ব্যবহারে উচ্চ প্রবণতা আত্মঘাতী!

চিত্র: ৪ মূল্য স্তরভিত্তিক সিগারেট বিক্রয়ের পরিমাণ, ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৭-১৮

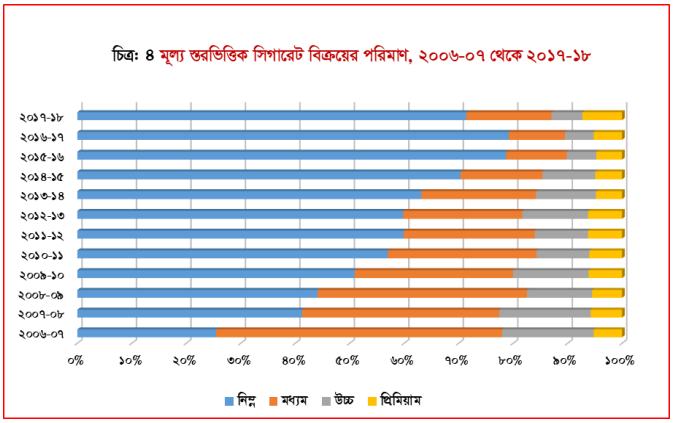

প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) কর্তৃক ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন মূল্যস্তরে বিক্রি হওয়া সিগারেট সংক্রান্ত এনবিআর এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে (চিত্র ৪), ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নিম্নস্তরে সিগারেটের শেয়ার ছিল মাত্র ২৫ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ তে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায়

৭২ শতাংশ। এটা নি:সন্দেহে একটি আত্মঘাতী প্রবণতা। তামাক কোম্পানির কূটচাল এবং সরকারের অসাবধানতার কারণে এটা ঘটে চলেছে, যা রাজস্ববৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার পথে চরম বাধা হিসেবে কাজ করছে। বিশ্লেষণ বলছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিম্ন স্তরের সিগারেট যদি মধ্যম স্তরে বিক্রি হতো তাহলে সরকার প্রায় দশ হাজার কোটি (৯,৭১২.৬৮) এবং উচ্চ স্তরে বিক্রি হলে প্রায় বাইশ হাজার কোটি (২১,৫৯৬.৪৩) টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় আহরণ করতে পারতো (সারণি ২)। একইসাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সিগারেট ধূমপায়ী সিগারেট সেবন ছেড়ে দিতো এবং তরুণরা সিগারেট ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হতো।

সারণি ২: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিম্ন স্তরের সিগারেট মধ্যম ও উচ্চ স্তরে বিক্রি হলে রাজস্ব আয়ের চিত্র কেমন হতো

মূল্যস্তর	প্রতি শলাকা সিগারেটে সরকারের অংশ (সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ টাকা), ২০১৭-১৮ অর্থবছর	২০১৭-১৮ অর্থবছরে সিগারেট বিক্রয়ের পরিমাণ (শলাকা কোটিতে)	২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আয় (টাকা কোটিতে)	যদি.. নিম্ন স্তরের সিগারেট মধ্যম স্তরে বিক্রি হতো তাহলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মধ্যম স্তরে অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটতো (টাকা কোটিতে)	সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয় হতো (টাকা কোটিতে)	যদি.. নিম্ন স্তরের সিগারেট উচ্চ স্তরে বিক্রি হতো তাহলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উচ্চ স্তরে অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটতো (টাকা কোটিতে)	সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয় হতো (টাকা কোটিতে)
নিম্ন	১.৮২	৫৭১৩.৩৪	১০,৩৯৮.২৮	২০,১১০.৯৬	৯,৭১২.৬৮	৩১,৯৯৪.৭	২১,৫৯৬.৪৩
মধ্যম	৩.৫২	১২৫৩.৮৩	৪৪১৩.৪৮				
উচ্চ	৫.৬	৪৫৩.৬২	২৫৪০.২৭				
প্রিমিয়াম	৮.০৮	৫৮২.৯৭	৪৭১০.৪				

সুপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

বাংলাদেশে তামাকপণ্যের অবৈধ বাণিজ্য খুবই সামান্য, কর বাড়ানোর সাথে অবৈধ বাণিজ্য বৃদ্ধির তেমন কোন সম্পর্ক নেই

প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নের সময় তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন তামাকপণ্য বিশেষত সিগারেটের উপর কর বাড়ানোর সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে সিগারেট চোরাচালান বৃদ্ধি এবং রাজস্ব হারানোর যে কল্পনাপ্রসূত যুক্তি তুলে ধরে তা কোনভাবেই সত্য নয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তামাক কোম্পানির এই অযৌক্তিক দাবির সাথে একমত পোষণ করেন, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। আপনারা জানেন, বিশ্বব্যাংক ২০১৯ সালে তামাকপণ্যের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন (Confronting Illicit Tobacco Trade: A Global Review of Country Experiences) প্রকাশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশে সিগারেটের অবৈধ বাণিজ্য ২৭টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম মাত্র ১.৮ শতাংশ। ভারতে যা ১৭ শতাংশ, পাকিস্তানে ৩৮ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৩৬ শতাংশ এবং লাটভিয়ায় সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, তামাকের ওপর কর বাড়ানোর সঙ্গে অবৈধ বাণিজ্য বাড়ার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে যেসব দেশে সিগারেট সবচেয়ে সস্তা বাংলাদেশ তারমধ্যে অন্যতম। এমনকি ভারতে সবচেয়ে কমদামি সিগারেটের মূল্য বাংলাদেশের কমদামি সিগারেটের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। সুতরাং বাংলাদেশে সিগারেটের দাম বাড়ালে সিগারেটের ব্যাপক চোরাচালান কিংবা অবৈধ বাণিজ্য হওয়ার আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই। অবৈধ বাণিজ্য এবং চোরাচালান দেশের দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ইঙ্গিত করে। কাজেই নীতিনির্ধারকদের উচিত হবে তামাক কোম্পানির প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে চূড়ান্ত বাজেটে সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে সকল তামাকপণ্যের দাম বৃদ্ধি করা।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

তামাকপণ্যে কার্যকর করারোপ কেন জরুরি

নৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত যুক্তি

বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (৩৫.৩%) তামাক সেবন করেন। তামাক ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ ২৬ হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। প্রতিরোধযোগ্য এই মৃত্যু কখনই নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সুরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এছাড়াও সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আইনগত বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষর করেছে এবং সে অনুযায়ী একটি শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ এসডিজি'র লক্ষ্য ৩এ অনুযায়ী এফসিটিসি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তামাকের মারাত্মক স্বাস্থ্যক্ষতি উপলব্ধি করে ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকারস' সামিট এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গীকারেও পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, তামাক অর্থনীতির জন্যও বড় একটা বোঝা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, যা একই সময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের (২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা) চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই নৈতিক, আইনগত এবং অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে যেকোন মহামারি থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক-কর বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কার্যকর কর ও মূল্য পদক্ষেপের অভাবে (যেমন, সিগারেটের ৪টি মূল্যস্তরসহ এড ভ্যালোরেম শুল্ক পদ্ধতি, বিড়ির ফিল্টার ও নন ফিল্টার বিভাজন, সুনির্দিষ্ট শুল্ক পদ্ধতি প্রচলন না করা, করারোপে মূল্যস্ফীতি ও আয় বৃদ্ধি বিবেচনা না করা) তামাকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়নি উল্টো তামাকপণ্য সহজলভ্যই থেকে যাচ্ছে। ফলে তামাকপণ্যের ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমছে না। কার্যকর কর ও মূল্য পদক্ষেপের মাধ্যমে তামকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা দীর্ঘদিন যাবত সরকারের

কাছে তামাক কর কাঠামোয় সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছি। আমাদের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন যাতে জনগণের তামাকজাত পণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং একইসাথে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি পায়। তবে ৫ বছর পেরিয়ে গেলেও একটি সহজ তামাক শুল্ক-নীতি পাওয়া যায়নি।

তামাকে বর্ধিত কর দরিদ্র-বান্ধব

আমাদের কর প্রণেতাগণ সবসময় একটি বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন যেন বাড়তি করারোপ দরিদ্র জনগোষ্ঠির উপর বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। আমরাও এটি সমর্থন করি। কিন্তু, তামাকে বর্ধিত করারোপ একটি দরিদ্র-বান্ধব উদ্যোগ। অর্থনীতির নিয়মে দরিদ্র জনগোষ্ঠী পণ্যের দামবৃদ্ধির প্রতি অধিক সংবেদনশীল অর্থাৎ সাধারণভাবে পণ্যের দাম বাড়লে ধনীর তুলনায় গরিব মানুষের মধ্যে পণ্যের ব্যবহার হ্রাস পায় বেশি হারে। তামাকপণ্যের দাম বাড়লেও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাকের ব্যবহার অধিকহারে হ্রাস পায়। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উচ্চ করারোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের দাম বৃদ্ধি করা হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে। দাম বাড়লে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা অধিকহারে হ্রাস পায়। ফলে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা কমে যায় এবং অকাল মৃত্যু হ্রাসসহ তামাক ব্যবহারজনিত রোগে চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পায় এবং সরকারের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমে যায়। তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতা এবং অকালমৃত্যুর কারণে দরিদ্র গৃহস্থালিতে উৎপাদনশীলতা এবং আয় সংক্রান্ত যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এবং ন্যাশনাল ক্যানসার ইনিস্টিটিউট এর একদল গবেষক বাংলাদেশে গৃহস্থালী ব্যয়ের ক্ষেত্রে তামাকের পিছনে ব্যয়ের ক্রাউডিং আউট প্রভাব বিষয়ক গবেষণায় দেয়িছেন তামাক ব্যবহারকারী পরিবারগুলোকে তামাকমুক্ত পরিবারের তুলনায় শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থান, জ্বালানি এবং যাতায়াতের চেয়ে চিকিৎসায় অনেক বেশি ব্যয় করতে হয়। এছাড়াও তামাকের ব্যবহার স্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধি, আয় ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং একইসাথে পুষ্টি ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় সীমিত করার মাধ্যমে পরিবারগুলোকে ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে ফেলে (টোব্যাকো অ্যান্ড পোভার্টি, টোব্যাকোনোমিক্স পলিসি ব্রিফ, ২০১৮)। কাজেই তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সাময়িকভাবে ভোক্তার আয়ের উপর কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও তা মূলত ভোক্তার দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

এমতাবস্থায়, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম করার পাশাপাশি তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় বাড়তি অর্থ সংস্থানের লক্ষ্যে তামাকপণ্যের ওপর নিম্নলিখিত কর ও মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব ২০২১-২২ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য পুনরায় তুলে ধরছি:

সিগারেটের মূল্য ও কর প্রস্তাব: ২০২১-২২ অর্থবছর

সকল সিগারেট ব্রান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা

- **নিম্ন স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ৫০ টাকা** নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- **মধ্যম স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ৭০ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৫.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- **উচ্চ স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ১১০ টাকা** নির্ধারণ করে ৭১.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং
- **প্রিমিয়াম স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ১৪০ টাকা** নির্ধারণ করে ৯১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

সিগারেটের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

মধ্যমেয়াদে (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬) সিগারেটের ব্রান্ডসমূহের মধ্যে দাম ও করহারের ব্যবধান কমিয়ে মূল্যস্তরের সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে নামিয়ে আনা

বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব: ২০২১-২২ অর্থবছর

বিড়ি: ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এরফলে উভয় ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের হার হবে চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৪৫ শতাংশ। বিড়ির খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য (জর্দা ও গুল): প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এরফলে জর্দা ও গুলের ওপর সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের হার হবে চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬০ শতাংশ। জর্দা ও গুলের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

ফলাফল

- সিগারেট থেকে সম্পূরক শুল্ক, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ এবং ভ্যাট বাবদ ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে, অর্থাৎ সিগারেট খাত থেকে ১২ শতাংশ বাড়তি রাজস্ব আয় হবে। সিগারেটের ব্যবহার ১৫.১% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪.১% হবে। প্রায় ১১ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে এবং ৮ লক্ষাধিক তরুণ ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত হবে। দীর্ঘমেয়াদে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার বর্তমান ধূমপায়ী এবং ৪ লক্ষ তরুণের অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে।
- বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে এসব পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করবে এবং একইসাথে সরকারের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

সুপারিশমালা

১. তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে মূল্যস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে;
২. করারোপ প্রক্রিয়া সহজ করতে তামাকপণ্যের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন (সিগারেটের মূল্যস্তর, ফিল্টার/নন ফিল্টার বিড়ি, জর্দা ও গুলের আলাদা খুচরা মূল্য প্রভৃতি) তুলে দিতে হবে;
৩. সকল ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারীকে করজালের আওতায় নিয়ে আসতে হবে;
৪. পর্যায়ক্রমে সকল তামাকপণ্য অভিন্ন পরিমাণে (শলাকা সংখ্যা এবং ওজন) প্যাকেট/কৌটায় বাজারজাত করা;
৫. একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে;
৬. তামাকপণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক পুনর্বহাল করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

করোনাভাইরাস সংক্রমণ আমাদের আবারো মনে করিয়ে দিয়েছে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ কতটা জরুরি। প্রস্তাবিত তামাক কর সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে, যা দিয়ে সরকার দেশের স্বাস্থ্যখাত ও উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহে অর্থায়ন করতে পারবে। এটি সরকার এবং জনগণ উভয়ের জন্যই লাভজনক। ২০২১-২২ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে তামাকপণ্যে করারোপ বিষয়ে উপরিল্লিখিত বাজেট প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম হবে।

প্রজ্ঞা এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স- আত্মা'র পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সবাই নিরাপদ থাকুন, সুস্থ থাকুন, করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।